ঝিনাইদহে সরকারি খরচে বিদেশ যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে ২’শ জন বেকার যুবক

ঝিনাইদহ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চাকুরি মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সরকারি খরচে সৌদি আরব যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে ২’শ জন চাকুরি প্রত্যাশী।
রোববার সকাল থেকে টিটিসি প্রাঙ্গণে বিদেশগামীদের স্বাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়। চাহিদা অনুয়ায়ী পাওয়ায় আবেদনকারীদের মধ্যে ২’শ জনকে ইয়েস কার্ড প্রদাণ করা হয়।
টিটিসির অধ্যক্ষ রুস্তম আলী জানান, রোববার দিনব্যাপী স্বাক্ষাতকার গ্রহণের মাধ্যমে ২ জনকে ইয়েস কার্ড প্রদাণ করা হয়েছে। ‘ম্যাক্স ম্যানেজমেন্ট এন্ড সার্ভিসেস’ নামের একটি রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে আগামী ৪৫ দিনের মধ্যে ভ্যাকসিন গ্রহণ করে সরকারি খরচে সৌদি যেতে পারবেন তারা। স্বাক্ষাতকার গ্রহণের সময় টিটিসি’র কর্মকর্তা ছাড়াও ‘ম্যাক্স ম্যানেজমেন্ট এন্ড সার্ভিসেস’র পরিচালক মেহেদি হাসান, সরকারী পরিচালক তানিম হাসানসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সুচন্দনের কাজে নেই কোন নন্দন

ঝিনাইদহ ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডলের বিরুদ্ধে মানববন্ধন ও সংবাদ সম্মেলন করেছে ঝিনাইদহের স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। গতকাল শনিবার বেলা ১১টার দিকে শহরের ব্যাপারীপাড়া এলাকার জোড়াপুকুর এলাকায় এই মানববন্ধন কর্মসুচি পালন করা হয়। মানববন্ধন শেষে ঝিনাইদহ জেলা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেন ব্যবসায়ীরা।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, ঝিনাইদহ জেলা পেট্রোল পাম্প মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শরিফুল ইসলাম, শ্রীকৃষ্ণ ভান্ডারের মালিক সুব্রত সাধুখাঁ, জেলা পরিবেশক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুশীল

কুমার, বাগাট মিষ্টান্ন ভান্ডারের মালিক সুব্রত ঘোষসহ প্রমুখ ব্যবসায়ী। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ঝিনাইদহ চেম্বার অব কমার্সের সহ-সভাপতি নাসিম উদ্দীন। লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, ঝিনাইদহের ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডলের বেপরোয়া কর্মকান্ডে ক্ষুদ্র, মাঝারী উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীরা অতিষ্ঠ।

তিনি অভিযানের নামে র্দুর্ণীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্বেচ্ছাচারিতা করে যাচ্ছেন। তিনি ২০১৭ সালের ১৭ জুলাই যোগদানের পর থেকে জেলার ৬টি উপজেলার বিভিন্ন বীজের দোকান, তেলপাম্প, ব্রেড ফ্যাক্টরি, চানাচুর কারখানা, রেস্টুরেন্ট, হোটেল-রেস্তোরাঁ, বেকারিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে দশ হাজার থেকে শুরু করে লক্ষাধিক টাকা জরিমানা করে ব্যবসায়ীদের ক্ষতিগ্রস্থ করছেন। ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করেন, সুচন্দন মন্ডল ব্যবসায়ীদের অফিসে ডেকে নিয়ে জরিমানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সিলগালা করার ভয় দেখিয়ে মোটা অংকের চাঁদা দাবি করেন। তার চাহিদা পূরণ না হলে ওই প্রতিষ্ঠানে ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালনা করাসহ তাকে বিভিন্নভাবে হয়রানি করেন।

ঝিনাইদহ শহরের অগ্নিবীনা সড়কের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শহীদ বীজ ভান্ডারের মালিক শহিদুল ইসলাম ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, সুচন্দন মন্ডলের কারণে এখন ব্যবসা করাই দুরূহ হয়ে পড়েছে। তার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে ব্যবসার পুঁজি হারানোর উপক্রম হয়েছে। কয়েকদিন আগে তার বীজের দোকানে (শহীদ বীজ ভান্ডার) অভিযান চালিয়ে ২ লাখ ২৯ হাজার ৫শ’ টাকা জেলা তথ্য কর্মকর্তা আবু বকর সিদ্দিকের মাধমে আদায় করেন, যা সম্পুর্ন অবৈধ।

জেলা পেট্রোল পাম্প মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শরিফুল ইসলাম অভিযোগ করেন, সুচন্দন নিজেকে নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট পরিচয় দিয়ে টাকা আদায় করে বেড়ান। সৎ ব্যবসায়ীদের কাছে সুচন্দন মন্ডল এখন ‘মূর্তিমান আতংক’ বলেও অভিযোগ করেন ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ী নেতা নাসিম উদ্দীন বলেন, “সুচন্দন মন্ডলের চাঁদাবাজির বিষয়ে আমরা জেলা প্রশাসনকে অবহিত করেছি। কিন্তু তার আচরণ পরিবর্তন হয়নি।
এ ব্যাপারে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল বলেন, তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সত্য নয়। যাদের কাছ থেকে জরিমানার টাকা আদায় করা হয়েছে তা বিধি মোতাবেক করা হয়েছে। অসৎ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করায় তার বিরুদ্ধে এমন মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগ তোলা চরম অন্যায় বলে

তিনি মনে করেন।

তিনি বলেন, মনোরঞ্জন সাধুখা বেশি দামে তেল বিক্রি করছিল। এ জন্য তাকে জরিমনা করা হয়। সুশীল ব্রাদার্স মেয়াদুত্তীর্ন পন্য বিক্রি করছিল। তার দোকানে তা সাজিয়ে রাখা হয়। সততা বেকারীতে সাল্টু মিশিয়ে পন্য তৈরী করা হচ্ছিল। শরিফুলের ভাড়া করা পাম্পে ভোক্তা অভিযান চালায়নি। চালিয়েছে নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট। তাচাড়া শহীদ বীজ ভান্ডারে কোন জরিমানা নয়, কৃষকদের ক্ষতিপুরণের টাকা আদায় করে দেওয়া হয়েছে বলে সুচন্দন মন্ডল জানান।

গাংনীতে জামাইয়ের বাঁশের আঘাতে শাশুড়িসহ আহত-৩

মেহেরপুরের গাংনীতে জামাইয়ের বাঁশের আঘাতে শাশুড়িসহ ৩ জন আহত হয়েছে। শনিবার রাত ৭ টার দিকে উপজেলার আকুবপুর গ্রামের গোরস্থান পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ক্লিনিকে নিয়ে যায়। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

আহতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, আকুবপুর গ্রামের হামিদুল ইসলামের মেয়ে দিপালী খাতুন (১৮) এর সাথে একই গ্রামের কাঙ্গাল আলীর ছেলে মাসুম (২২) এর প্রায় এক বছর আগে বিয়ে হয়। বিয়ের কিছুদিন পর থেকে মাসুম ও দিপালী পরিবারের মাঝে আত্মীয়তার বন্ধনে কিছুটা ফাটল দেখা দেয়। চলতে থাকে উভয় পরিবারের মাঝে মান- অভিমান।

শনিবার (২৩ অক্টোবর ২০২১) রাত সাড়ে ৭ টার দিকে দিপালীর চাচি নাসরিন খাতুন (২৭) উভয় পরিবারের মাঝে আত্মীয়তার বন্ধন সৌহার্দ্যপূর্ণ করার লক্ষ্যে কিছু জিনিসপত্র নিয়ে মাসুমের বাড়িতে যায়। মাছুম তার চাচি শাশুড়িকে তার বাড়িতে দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে স্ত্রী দিপালী খাতুন ও চাচি শাশুড়িকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি শুরু করে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার জন্য উদ্যত হয়। স্ত্রী দিপালী খাতুন প্রতিবাদ করায় তাকে বেধড়ক মারপিট করে স্বামী

মাছুম। দিপালী খাতুনকে ঠেকাতে গেলে চাচা শশুর রাশেদুল ইসলাম ও চাচি শাশুড়ি নাসরিন খাতুনকে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে রক্তাক্ত জখম করে।

স্থানীয়রা আহত দিপালী ও নাসরিন খাতুনকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে। কর্তব্যরত চিকিৎসক আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়েছেন। আহতদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হাওয়ায় তাদেরকে ভর্তি রাখা হয়েছে। অন্যদিকে রাশেদুল ইসলামকে খলিসাকুন্ডি একটি ক্লিনিক থেকে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে।

কোটচাঁদপুরে জানাযা পড়াকে কেন্দ্র করে ইমামকে মারধর,এলাকায় উত্তেজনা

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পৌর শহরের দুধসারা গ্রামে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করা শিশুর জানাযা নামাজ পড়াকে কেন্দ্র করে ইমামকে মারধরের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় সাধারণ মুসল্লিদের বিক্ষোভে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার দিকে দুধসারা হটাত পাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ খবর লেখা পর্যন্ত পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনার চেষ্টা করছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার বিকালে দুধসারা হটাত পাড়ার সাইফুল ইসলামের মেয়ে বিথি খাতুন (১১) মায়ের ওপর অভিমান করে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে। শনিবার ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে শিশুটির ময়না তদন্ত হয়। সন্ধ্যায় দুধসারা জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা নজির আহম্মেদকে জানাযা পড়াতে বলেন মৃতের পরিবার। হুজুর ওই এলাকার মসজিদের ইমাম আছে জানিয়ে বলেন, নামাজ পড়ানোর অধিকার ওই ইমামের। তিনি যদি পড়াতে না পারেন, তাহলে আমার নিকট আসবেন। এতে মৃতের পরিবারের লোকজন ইমামের ওপর ক্ষিপ্ত হয়।

সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার দিকে ইমাম মসজিদে যাবার পথে দুধসারা গ্রামের

আরাফাতের ছেলে জহির (৩০), মৃত আব্দুল মালেকের ছেলে সোহেল (২৬) সহ অজ্ঞাত ৫/ জন যুবক ইমাম নজির আহম্মেদ কে লাঠি দিয়ে এলোপাতাড়ি মারধর করে। খবর পেয়ে সাধারণ মুসল্লিরা ইমামের পক্ষে বিক্ষোভ করে ওই এলাকায় জড়ো হতে থাকে। এ ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা দেখা দেয়। আহত ইমাম নজির আহম্মেদকে স্থানীয় একটি ক্লিনিকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। তিনি শহরের বেনেপাড়ার মুনছুর আহম্মেদের ছেলে। দীর্ঘ ২২ বছর যাবত দুধসারা জামে মসজিদের ইমামের দায়িত্ব পালন করছেন।

কোটচাঁদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মঈন উদ্দিন বলেন, জানাযা পড়াকে কেন্দ্র করে একটু ভুল বুঝাবুঝি হয়েছিল। এ নিয়ে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটার কথা না। আমি ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়েছি।

আলমডাঙ্গায় বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনে উত্তেজনা, অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন

আলমডাঙ্গার কাটাভাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে দুই প্রার্থীর মধ্যে উত্তেজোনা। অপ্রতিকর ঘটনা এড়াতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন। খবর পেয়ে স্কুলে উপস্থিত হয় আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহি অফিসার রনি আলম নুর ও ওসি সাইফুল ইসলাম। পৃথক দুই পক্ষ বিভিন্ন অভিযোগ তোলেন প্রার্থীদের বিরুদ্ধে। কাটাভাঙ্গা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কারণেই উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে বলে অভিযোগ করেন স্কুলের শিক্ষার্থীদের অবিভাবকেরা।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার বাড়াদি ইউনিয়নের কাটাভাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ কমিটি গঠনের পূর্বে করোনাকালীন সময়ে এডহব কমিটির দায়িত্ব গ্রহণ করে ইউনুচ আলি। সে গত কয়েক মাস যাবৎ ওই স্কুলের এডহব কমিটির সভাপতি হিসাবে দায়িত্বপালন করেন। ইতো মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রাণালয়ের আইন অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক মাসুদুল ইসলাম।

এ বিজ্ঞপ্তির পরিপেক্ষিতে কাটাভাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটিতে এ্যাডভোকেট মকলেছুর রহমান ও সাবেক এডহব কমিটির সভাপতি ইউনুচ আলি প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। এ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রার্থী মকলেছুর রহমান অভিযোগ তোলেন প্রধান শিক্ষক মাসুদুল ইসলামের বিরুদ্ধে। প্রধান শিক্ষকের যোগসাজশে ভোট কারচুপি হচ্ছে।

এদিকে প্রার্থী ইউনুচ আলি দাবি করেন প্রার্থী মকলেছুর রহমান ভোট কারচুপি করে নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য হুমকিসহ তার নেতাকর্মীদের দিয়ে সহিংসতা সৃষ্টির পায়তারা করছে। শনিবার সকাল ১০ টা থেকে শুরু হয় কাটাভাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন। দুপুর ১২ টার দিকে দুই প্রার্থীর মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় স্কুল প্রাঙ্গণে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

খবর পেয়ে দ্রুত আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহি অফিসার রনি আলম নুর ও ওসি সাইফুল ইসলাম স্কুলের ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হয়। ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। ক্ষণিকের মধ্যের স্কুল প্রাঙ্গণে স্থবিরতা বিরাজ করে। বিকাল ৪ টা পর্যন্ত সুষ্টু নির্বাচনে প্রার্থী এ্যাডভোকেট মকলেছুর রহমান বিজয় লাভ করেন।

প্রবীন ও নবীন দুই যোদ্ধার পরিবেশ রক্ষার আন্দোলন

বিশ্ব পরিবেশ সংরক্ষণে মাঠে নেমেছেন ইজাজ উদ্দিন বিশ্বাস নামের এক প্রবীণ মো. রাজন আলী নামের এক নবীন পরিবেশ কর্মী।
প্রবীণ ও নবীন এই দুই পরিবেশ কর্মীর বাড়ি চয়াডাঙ্গা। তারা চুয়াডাঙ্গা থেকে শুরু করে দেশের ৬৪টি জেলায় পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপন ও জলবায়ু রক্ষায় করণীয় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে জনসাধারণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মাঠে নেমেছেন। ইতোমধ্যে তারা মেহেরপুরের বেশকয়েকটি স্থানে বৃক্ষরোপন ও সচেতনতামূলক সভা করেছেন।

প্রবীন পরিবেশ কর্মী ইজাজ আহমেদ বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে

বাংলাদেশসহ সমস্ত বিশ্ব আজ হুমকির মুখে, এর কারণ হচ্ছে দিন দিন তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে ফলে পরিবেশ পারিপার্শ্বিক অবস্থা খুবই ভয়াবহ ও বিপদজনক অবস্থা বিরাজ করছে। জলবায়ু ক্রমাগত পরিবর্তন এর ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে বাঁচতে হলে কভিড-১৯ করোনার মতই সমান তৎপরতা সঙ্গে লড়তে হবে। আগামী নভেম্বরে স্কটল্যান্ডে অনুষ্ঠেয় জলবায়ু বিষয়ক কাপ ২৬ সম্মেলনে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের বিষয়টির গুরুত্ব পেতে পারে, বিজ্ঞানীরা বলেছেন পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার যদি এক দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে ধরে রাখা যায় তাহলে কেবল বড় ধরনের বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হবে মনে করছেন।

মেহেরপুর বিভিন্ন স্থানে বৃক্ষরোপণ করেন ও কোভিড-১৯ করোনা মহামারীতে সতর্কীকরণ এ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য অনেকের সাথে মতবিনিময় করেন। তারা বিভিন্ন ডেইরি খামার পরিদর্শন করেন এবং খামারিদের নতুন প্রজাতির মুরগি মাল্টি কালার টেবিল চিকেন পালনের জন্য খামারিদের উদ্বুদ্ধ করেন ।

ঝিনাইদহে পুলিশের সম্প্রীতি সমাবেশ ও মতবিনিময় সভা

সকল প্রকার সহিংসতা প্রতিরোধে সম্প্রীতি সমাবেশ ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বিকেলে হাটগোপালপুর পুলিশ ক্যাম্পের আয়োজনে বাজারে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
হাটগোপালপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এস আই রবি শংকর নাগ’র সভাপতিত্বে সম্প্রীতি সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মোহাম্মদ সোহেল রানা। বিশেষ অতিথি ছিলেন পদ্মাকর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সৈয়দ নিজামুল গণি লিটু, সাবেক চেয়ারম্যান বিকাশ কুমার বিশ্বাস, জেলা পরিষদের সদস্য ইমাজুল হক। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, হাটগোপালপুর পুলিশ ক্যাম্পের এ এস আই এন্তাজ আলী।
অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, কেউ বিশৃংখলা সৃষ্টির চেষ্টা করলে সে যেই হোক না কেন তাকে আইনের আওতায় আনা

হবে। তিনি গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে আরো বলেন এই কুচক্রী মহলকে নিয়ন্ত্রণে ও সকল প্রকার অপরাধ দমন করে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় পুলিশ-জনতা সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে হবে।

ঝিনাইদহে আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার দুপুরে জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।
জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল হাই এমপির সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টুর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম। বিশেষ অতিথি হিসেবে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক বি এম মোজাম্মেল হক, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এ্যাড. আমিরুল আলম মিলন, পারভীন জামান কল্পনা। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ-৩ আসনের সংসদ সদস্য শফিকুল আজম খান চঞ্চল, ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজিম আনার, সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য খালেদা খানম, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি শফিকুল ইসলাম অপু, এ্যাড. আজিজুর রহমান, তৈয়ব আলী জোয়ার্দ্দার, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কনক কান্তি দাসসহ অন্যান্যরা।
বর্ধিত সভার প্রধান অতিথি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম বলেছেন, বিদেশে বসে মিথ্যা অপপ্রচার তথ্য সন্ত্রাসের শামিল। এই তথ্যসন্ত্রাস ও মির্জা ফখরুলদের অপপ্রচার সাম্প্রদায়িক হামলাকারীদের রক্ষা করার একটি অপকৌশল মাত্র।
তিনি আরও বলেন, বিএনপি-জামায়াত যারা বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপরে আঘাত হানলো। আজকে শারদীয় দুর্গোৎসবকে ঘিরে সামাজিক প্লাটফর্মের উপর ভর করে, অপপ্রচার করে, তথ্যসন্ত্রাস করে, দেশে-বিদেশে বসে তথ্যসন্ত্রাস করে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস

সৃষ্টি করে তারা দায় দেয় কাদের? মির্জা ফখরুল ইসলাম কাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দেয়? বলে সরকার! সরকারি দল! এটা হলো একটি অপপ্রচার। মির্জা ফখরুলদের এই অপপ্রচার আর তথ্য সন্ত্রাস সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের রক্ষা করার একটি কৌশল।
তৃণমুল নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম বলেন, দেশ যখন এগিয়ে যাচ্ছে তখন সাম্প্রদায়িক হামলার মধ্য দিয়ে ওরা দ্বিধাবিভক্ত করতে চাইছে। তাই বিএনপির এই অপরাজনীতির বিরুদ্ধে আপনাদের সজাগ থাকতে হবে। আপনাদের কাজ করতে হবে। আপনারাই এ দেশের আসল মালিক। আপনারাই হলেন আসল পাহারাদার।
বর্ধিত সভায় ঝিনাইদহের ৬ টি উপজেলা ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দসহ জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে সাম্প্রদায়ীক সহিংসতা বন্ধে দাবিতে মানববন্ধন

‘সচেতন, সংগঠিত ও সোচ্চার জনগোষ্ঠীই গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ’ এ শ্লোগানে সাম্প্রদায়ীক সহিংসতা বন্ধ ও অপরাধীদের বিচারের দাবীতে গাংনীতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সকাল ১১ টায় মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী উপজেলা পরিষদের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। সু-শাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) এর নেতৃত্বে জাতীয় কন্যা শিশু এডভোকেসি ফোরাম, বিকশীত নারী নেটওয়ার্ক ও ইয়ূথ এ্যান্ডিং হাঙ্গার এ মানববন্ধনের আয়োজন করে।

সুজনের গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতি অধ্যাপক আব্দুর রশিদের সভপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, মুক্তিযুদ্ধের শহীদ স্মৃতি পাঠাগারের সহ-সভাপতি ইয়াসিন রেজা, সুজনের গাংনী উপজেলা শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আজিজুল হক।
সুজনের সহ-সভাপতি এসএম সায়েম পল্টুর সঞ্চালনায় বক্তারা বলেন, সাম্প্রদায়ীক সহিংসতা বন্ধ করে অবিলম্বে সহিংস ঘটনার সাথে জড়িতদের চিহ্নিত করে নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠণ করে দোষীদের বিচারিক প্রক্রিয়ায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনতে হবে। তারা

আরও বলেন সাম্প্রদায়ীক সহিংসতার বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার ও ধর্মভিক্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করে পরষ্পরকে দোষারুপের রাজনৈতিক সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। মানববন্ধনে বিভিন্ন শ্রেনী পেশার উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে গণহত্যা পরিবেশ থিয়েটার এর নাটক “বোধন” মঞ্চায়ন

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে ও জেলা শিল্পকলা একাডেমীর ব্যবস্থাপনায় মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে দেশজুড়ে প্রতিটি জেলায় প্রদর্শিত হবে গণহত্যা পরিবেশ থিয়েটার। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর ভাবনা ও পরিকল্পনায় দেশের বরেণ্য নাট্যকার, নির্দেশক ও অভিনেতাদের অংশগ্রহণে বাস্তবায়িত হচ্ছে এই বিশাল কর্মযজ্ঞ।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা ৭ টায় মেহেরপুর সরকারি কলেজ ক্যাম্পাসে দেশব্যপী এই নাট্যযজ্ঞের উদ্ভোধন করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক ও লিয়াকত আলী লাকী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন। বিশেষ অতিথি মেহেরপুর পুলিশ সুপার রাফিউল আলম। এছাড়াও অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা দায়রা ও জজ মোহাম্মদ ওয়ালিউল ইসলাম মেহেরপুর সরকারি কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর শফিউল ইসলাম সরদার।

মেহেরপুর সরকারি কলেজ ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ হয় নাটক ”বোধন”। মেহেদি তানজিরের রচনা, পরিকল্পনা ও নির্দেশনায় জেলা শিল্পকলা একাডেমি রেপার্টরি নাট্যদলের শিল্পীরা নাটকটি পরিবেশন করেন। নাটক সম্পর্কে ভাবনা ও প্রয়োগ প্রতিক্রিয়ায় নাট্যকার ও নির্দেশক

মেহেদী তানজির বলেন, “বাংলাদেশের আনাচে কানাচে অসংখ্য মানুষের রক্তের স্মৃতি বিরাজ করছে। বলতে গেলে পুরো দেশটাই গণহত্যার স্মৃতি বহন করছে। ঐতিহাসিক মেহেরপুরের ইতিহাস তেমনি গভীর। পাক হানাদারদের জুলুম আর নৃশংস হত্যার স্মৃতি বহন করছে এই অঞ্চলের প্রতিটি ইট, প্রতিটি মানুষের হৃদয়।

যদিও হৃদয়ের গভীরে থাকা স্মৃতি আজ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র কথা সর্বস্ব হয়ে আছে। স্মৃতির গভীরে থাকা রক্তক্ষরণ নতুন প্রজন্মকে যথাযথ ভাবে নাড়া দেয় না বলেই অন্যায়, দূর্নীতি যেনো দৈনন্দিন ঘটনা হয়ে দাড়িয়েছে। এই পরিবেশনায় কোনো গবেষকের গবেষণা ফল উপস্থাপন করা মুখ্য নয়। প্রত্যক্ষদর্শী, জুলুমের শিকার, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বয়ান ও অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করা হয়েছে মেহেরপুর সরকারী কলেজের আবহে।

‘বোধন’ ইতিহাসের বয়ানকে অতিক্রম করে অনুধাবনের পর্যায়ে পৌঁছাতে চায়। এই পরিবেশনার অংশ হলো দর্শক, অভিনেতা, নির্দেশক এবং নেপথ্যে কাজ করা প্রত্যেকেই। সংলাপ যেখানে অর্থ হারায় অভিজ্ঞতালব্ধ উপলব্ধি সেখানে ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে। মেহেরপুর সরকারী কলেজের স্মৃতিবিজড়িত পরিবেশ এই পরিবেশ থিয়েটারে মূল উপজীব্য। এই পরিবেশে একজন অংশগ্রহণকারীও যদি অতীত আত্মত্যাগ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে জীবন চর্চায় প্রয়োগ ঘটাতে পারে তখনই এই পরিবেশনা স্বার্থক বলে গণ্য হবে।

অতীতকে ভুলে ভবিষ্যৎ নির্মিত হতে পারে না বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক ও নাট্যজন লিয়াকত আলী বলেন, “আমাদের জন্য এটা একটা সৌভাগ্য। মুজিব বর্ষের পরপরই স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে আমরা সারাদেশে মানুষের কাছে পৌঁছাতে যাচ্ছি বধ্যভূমি পরিবেশ থিয়েটার নিয়ে। শিল্পের সব শাখাই মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক কাজ করেছে, স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর যে গণহত্যারও পঞ্চাশ বছর তা এই পরিবেশ থিয়েটারের মাধ্যমে দেশব্যাপী তুলে ধরতে চাই। শিল্প-সাহিত্য ইতিহাসকে সজীব রাখে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। সারাদেশে এই কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা গণহত্যা-বধ্যভূমি তথা মুক্তিযুদ্ধের সার্বিক ইতিহাসকে নতুন প্রজন্মের কাছে শৈল্পিকভাবে পৌঁছাতে চাই।